18

তারিখ 04 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

পরীক্ষা এবং হাঙ্গামা

আমাদের দেশে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামার ঘটনা নতুন নয়। তারপরেও মনে হচ্ছে এবার হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীরা বোধ হয় রেকর্ড করেছে। এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ও হাঙ্গামার কারণে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের প্রতিবাদে সারাদেশে তুলকালাম কান্ডকারখানা হয়েছে। চাঁদপুরে ভাঙচুর, সুনামগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত এবং দিনাজপুরে টিএনও আহত হবার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্নস্থানে গোলাগুলি, পরীক্ষা কেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে।

মঙ্গলবার ছিল ইংরাজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা। জানা যায় পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেউ কান্নাকাটি করে, কেউ অজ্ঞানও হয়ে পড়ে। আবার নকলবাজরা নকল নিয়ে তৎপর হয়। এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে গুলি ছোঁড়ে। নকলবাজ বিক্ষুব্ধ ছাত্ররাও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে দশজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ২ জন শিক্ষকসহ শতাধিক আহত। এসব ঘটনার পরে তিনটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে দিতে হয়েছে। যথারীতি চার সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীও বহিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকজন গ্রেফতারও হয়েছে।

পরীক্ষা শুরু হবার আগে আমরা প্রতিবার আশা প্রকাশ করি এবার পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমাদের আশাপূর্ণ হয় না। তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে আমরা অযৌক্তিক আশা করছি? শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব নয়? কিন্তু পরীক্ষাতো যুদ্ধ-বিবাদ নয়। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হবারইবা কারণ কি?

কারণ আমরা জানি। এর মূল কারণ শিক্ষা এবং পরীক্ষা সম্পর্কিত আমাদের ভুল ধ্যান-ধারণা এবং বিভ্রান্তি। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য এখানে ছাত্র শিক্ষক বা অভিভাবক কারো মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেনি। প্রকৃত শিক্ষার চেয়ে সবাই যেন পাস ফেল বা সার্টিফিকেটকেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। নকল করা, নকল ধরা, নকল সরবরাহ করা তাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের এই সীমিত শিক্ষার হারের দেশে এটা শুভ লক্ষণ নয়। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা ও পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থাও বোধ হয় আরো বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হবার অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন হয়ত আছে। ছাত্রছাত্রীদের পাস করার যোগ্য প্রশ্নপত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন করার মধ্যে কারো বাহাদুরির কিছু নেই। যিনি বা যারা প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন তাদের পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মেধাগত অবস্থান সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। শুধু প্রশ্নপত্র কঠিন হলে শিক্ষার মান উন্নত হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া যাতে হয় সে ব্যবস্থা করে শিক্ষার মান উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে।